যুগনায়ক ও দেশনায়ক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

"ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে না পৌঁছছ, থেমো না!

এগিয়ে চল, সম্মুখে সম্মুখে!

আমি চাই একদল যুবক যাদের মাংসপেশী লোহার মতো দৃঢ়, স্নায়ু ইস্পাতে গড়া, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন যা বজ্রের উপাদানে নির্মিত।

এমন একশটি যুবক পেলে আমি গোটা পৃথিবীর ভাবস্রোতকে পাল্টে দেব।"

এই আকাঙ্খা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। বার বার সেকথা তিনি বলতেন।

কিন্তু তেমন একশটি যুবক তিনি কি পেয়েছিলেন ?

জানি না। তবে একজন তাঁর ঐ অগ্নি-আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে দেশমাতৃকার চরণে বলি দিয়াছিলেন।

তিনি সুভাষচন্দ্র। নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

তিনি একাই একশ, হাজার, লক্ষ, কোটি!

যুগনায়ক দেশের মানুষের কাছে একটি আহ্বান রেখেছিলেন। বজ্রের মতো সেই আহ্বান। মন্ত্রের মতো তার সম্মোহন।

"আগামী পঞ্চাশ বছর!"

আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন তোমাদের দেশমাতৃকা---ভারতমাতা। অন্য দেবতা-দেবীদের এখন পূজা করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা এখন ঘুমোচ্ছেন। এখন একমাত্র জীবন্ত, জাগ্রত তোমাদের দেশজননী---ভারতমাতা!

শুধুই ভারতমাতা!

এই আহ্বান তিনি দিয়েছিলেন ১৮৯৭ সালের প্রথমে।

তার পরের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা অধ্যায়।

নানা প্রবাহপথে নানা পথ বেয়ে। অবশেষে স্বাধীনতা এল ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে। ১৯৪৭ সালে।

এই পঞ্চাশ বছরের অগ্নিনায়ক সুভাষচন্দ্র---নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাঁর আহ্বান--"চলো দিল্লী! দিল্লী চলো! দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ!"

"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।"

যুগনায়ক বলেছিলেন--- রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। রক্তরঞ্জিত পথেই স্বাধীনতা আসবে।

তা-ই এসেছে।

একদিকে যুগনায়কের আগ্নেয় গৈরিক আহ্বান। ওঠো, জাগো!

অন্যদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের রণহুঙ্কার---

"জয় হিন্দ! কদম কদম বাঢ়ায়ে যা!"

যেন পিতা ও পুত্র! যেন গুরু, আর শিষ্য!

সুভাষচন্দ্র বলতেন ঃ "আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকতেন, তিনিই আমার গুরু হতেন। আমি তাঁরই চরণতলে আশ্রয় নিতাম।"